Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান জয়া

রোলঃ 228022218

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান জয়া

রোলঃ 228022218

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান জয়া, আইডিঃ 228022218বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সমাজে নাস্তিক্যবাদের বিস্তৃতিতে আমাদের করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

নুসরাত জাহান জয়া

আইডিঃ 228022218

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
১.নাস্তিকবাদের সংজ্ঞা: 5
২.নাস্তিক ও আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য: 5
৩.বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিক্যবাদীদের শুরু: 5
৪.ইন্টারনেট নাস্তিক্যবাদী প্রচারনার আধিপত্য: 6
৫.নাস্তিক্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা: 6
৬.নাস্তিকতার অবাস্তব প্রস্তাবনা: 6
৭.অপ্রমাণ্য নাস্তিক: 6
৮.নাস্তিক্যবাদীদের ভন্ডমি: 7
৯.নাস্তিকরা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না: 7
১০.বাংলাদেশে নাস্তিক: 7
১১.বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার গোড়ার কথা: 7
১২.বাংলাদেশে কোন নাস্তিক না থাকে তবে ওরা কারা যারা ফেসবুক বা বিভিন্ন ব্লগে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে? ওরা কি নাস্তিক নয়? 8
১৩.বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাস্তিকতা এবং প্রতিকার: 8
১৪.নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয়: 9
১৫.নাস্তিকদের প্রতিরোধের উপায় 9
১৬.দরকার ইসলামের স্বপক্ষে একাধিক মিডিয়া: 9
১৭.নাস্তিকদের অসততা-একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:পর্ব-১: 10
১৮.নাস্তিকদের অসততা-আরো একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:-০২: 10
১৯.আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করব?: 11
২০.আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা: 11
উপসংহার: 11

ভূমিকা

পৃথিবীতে যেমন আস্তিক রয়েছেন তেমনি রয়েছেন নাস্তিক।যারা আল্লাহর নফরমানিতে লিপ্ত।আল্লাহ এদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।

১.নাস্তিকবাদের সংঙ্গা:

নাস্তিক বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে না।নাস্তিক বা নাস্তিক্যবাদ হলো এমন একটি দার্শনিক অবস্থান, যেখানে একজন ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

২.নাস্তিক ও আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য:

আস্তিক:যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন।ধর্মগ্রন্থ,আচার,অনুষ্ঠান,ইবাদতের গুরুত্বে বিশ্বাসী।

নাস্তিক:যারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী না।ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইবাদতকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

৩.বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিক্যবাদীদের শুরু:

বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিক্যবাদীদের উত্থান মূলত ২০শতকের এবং ২১ শতকের শুরুতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠে।

৪.ইন্টারনেট নাস্তিক্যবাদী প্রচারনার আধিপত্য:

নাস্তিক্যদের লেখা বই পড়ে।ফেসবুকে,ইউটিউবে,টুইটারে,ব্লগারদের নাস্তিক্যবাদের ছড়াছড়ি।গ্লোবাল সংযোগের মাধ্যমে এক নাস্তিকের লেখার প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে

৫.নাস্তিক্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা:

নাস্তিক বা নাস্তিক্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা বলতে বোঝায় তাদের চিন্তা,মতাদর্শ,প্রচারও নিরাপত্তার পেছনে যে বা যারা উৎসাহ দিচ্ছে।এদের উৎসগুলো হলো:কিছু শিক্ষা ও একাডেমিক প্রতিষ্ঠান,অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান,কিছু প্রকাশনা সংস্থা ও মিডিয়া, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা সংবিধান।

৬.নাস্তিকতার অবাস্তব প্রস্তাবনা:

নাস্তিকতার অবাস্তব প্রস্তাবনা বলতে বোঝায় নাস্তিকতা সম্পর্কিত কিছু দাবি, মত বা অনুমান।যা আল্লাহর বিধানের বিপরীত।যেমন তাদের মতে, ধর্ম ক্ষতিকর,বিজ্ঞান সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।সব ধর্মভক্ত অন্ধবিশ্বাসী ও নির্বোধ,নারী পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী।

৭.অপ্রমাণ্য নাস্তিক:

অপ্রামান্য নাস্তিকতা হলো এমন এক ধরনের নাস্তিক ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি, যা যুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা বা খন্ডনযোগ্যতার বাইরে চলে যায় অর্থ্যাৎ এমনভাবে গঠিত হয় যে তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল প্রমান করা যায় না আবার প্রমান ও করা যায় না।

৮.নাস্তিক্যবাদীদের ভন্ডমি:

নাস্তিক্যবাদ পুরোটাই একটা ভন্ডামি।নাস্তিকরা বলে যে আমরা সবকিছু যুক্তির আলোকে দেখি কিন্তু দেখা যায় তারা যুক্তি ছাড়া নিজেদের মতকেই প্রাধান্য দেয়।তারা ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে অথচ নিজেরাই গোড়া।তারা অন্যদের কথা শুনতে চায় না। তারা সৃষ্টিকর্তা, পরকালে বিশ্বাস করে না অথচ কুসংস্কারে বিশ্বাসী।যেমন মঙ্গল যাত্রা তার মধ্যে একটি।তারা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস না করলে মঙ্গল চায় কার কাছে।

৯.নাস্তিকরা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না:

নাস্তিকরা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।কারণ ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম।এর রক্ষণাবেক্ষনকারী আল্লাহ।ইসলাম শুধু একটি মতবাদ নয়।এটি একটি দ্বীন ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা।আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি।আল্লাহর ইবাদত করি।আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি সৃষ্টি কখনো সৃষ্টার মনোনীত ধর্মের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

১০.বাংলাদেশে নাস্তিক:

বাংলাদেশেও বেশ কিছু নাস্তিক রয়েছে।তবে ৯০% মুসলমান হওয়ায় তারা সংকুচিত।

১১.বাংলাদেশের নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার গোড়ার কথা:

বহু আগে থেকেই বাংলাদেশে নাস্তিকতার বীজ বপন হতে থাকে কিন্তু তা বর্তমানে ভয়াবহ রূপ নেয়।স্বাধীনতার পরপর কিছু কিছু নাস্তিকের বাংলাদেশে জন্ম হয়।১৯৭৩ সালে কবি হায়দার একটি কবিতা প্রচারণা

করেছিলেন যেটা রাসূল (সাঃ)নিয়ে কটুক্তি করে লিখা। বাংলাদেশে বহু নাস্তিক রয়েছেন যারা সাধারণ মানুষের মনে আল্লাহর অস্তিত্বকে উঠিয়ে দিতে চায় এবং মিথ্যা গল্প রচনা তৈরি করে।যা বাংলাদেশে আস্তে আস্তে নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার শুরু এবং বর্তমানে একটি ধীরে ধীরে আরো নাস্তিকের জন্ম নিচ্ছে।

১২.বাংলাদেশে কোন নাস্তিক না থাকে তবে ওরা কারা যারা ফেসবুক বা বিভিন্ন ব্লগে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে? ওরা কি নাস্তিক নয়?

-মূলত এরা হলো বাংলাদেশে কিট। এদের নাস্তিক হওয়ার জন্যও যে যোগ্যতা থাকা লাগে সেটাও নেই।বাংলাদেশের নাস্তিকরা মূলত নাস্তিক নয় ইসলাম বিদ্বেষী।অন্য ধর্মকে খুশি করতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে। তারা টাকার লোভে ব্লগিং করে।তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে আমেরিকা,জার্মানি ইত্যাদি দেশে থাকার জন্য, সেটেল হওয়ার জন্য।

১৩.বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নাস্তিকতা এবং প্রতিকার:

একজন আসিফ মহিউদ্দিন চলে গেলও।সে কিছু আসিফ মহিউদ্দিনের জন্ম দিয়ে গেছে। তারা বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে নাস্তিকতার প্রসার ঘটাচ্ছে। প্রথমত আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নিব না। তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসব। রাষ্ট্র যেন তাদেরকে শাস্তি দেয় এবং পরবর্তীতে এসব কবিতা,ব্লগ করার সাহস না করে সে ব্যবস্থা নিবো।

১৪.নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয়:

নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতায় আমাদের করণীয় এদের ভনৃড মুখশগুলো খুলে ফেলা।তারা যতই ইসলামের অপপ্রচার চালাবে, আমরা সেগুলোকে রুখে দিবো।তারা ঘৃণা ছাড়াক ঘ্রাণ ছড়াবো।সমাজে,মসজিদে বেশি বেশি ইসলামের সঠিক টা প্রচার করব।পরিবারকে সচেতন করব, সমাজকে সচেতন করব।এদের থেকে এবং এদের ফেসবুক ব্লগিং থেকে দূরে থাকার জন্য।

১৫.নাস্তিকদের প্রতিরোধের উপায়

:নাস্তিকদের প্রতিরোধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ধর্ম নিয়ে বেশি বেশি জানা এবং জ্ঞানকে প্রসারিত করা।যেন তাদের যুক্তিগুলো খন্ডন করতে পারি।তবে তাদের প্রমোট করে নয়।আমরা যদি নাস্তিকদের ফলো না করি, তাদের ব্লক না দেখি ওদের এমনেতেই ভিউ কমে যাবে।আর তাদের লেখার বইগুলো প্রমোট করা থেকে বিরত থাকব,সাথে পরিবার সমাজকে এদের থেকে দূরে থাকতে বলব।

১৬.দরকার ইসলামের স্বপক্ষে একাধিক মিডিয়া:

দেখা যায় পক্ষে বড় বড় মিডিয়া গুলো কাজ করে থাকে।বাংলাদেশে প্রথম আলোর মতো বেশ কিছু চ্যানেল কাজ করে।অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে তেমন কোনো মিডিয়া পাওয়া যায় না।তাই আমাদের উচিত এমন একটি প্ল্যাটফর্ম,মিডিয়া তৈরী করা যা ইসলাম প্রচারে বেশি বেশি কাজে দিবে।

১৭.নাস্তিকদের অসততা-একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:পর্ব-১:

দেখা যায় ডক্টর জাকির নায়েক নাস্তিকদের জন্য ছিলেন মাথাব্যাথার কারণ।ভারতে যখন বেশি বেশি ইসলাম প্রচার হতে থাকে।তখন নাস্তিকরা তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে।ঠিক সেই সময়ে গুলসানে একটি হামলা হয়, যার অপপ্রচার হয় ডা.জাকির নায়েকের অনুপ্রেরনায় সে এমন করেছে।আচ্ছা তাহলে ডারউইনের একটি বই ছিলো “origin of spacies:By means of natural selection”। এখন হিটলার যে ইহুদিরকে মারলো ম্লেচ্ছ হওয়ার জন্য।সেটার দায়ভার কী ডারউইনের?এটা নয় যে ডারউনের বই পড়ে হিটলার এটা করেছে বরং আক্রশ থেকে এটা করেছে।তাহলে ডা.জাকির নায়েককে যে তারা গুলসান হামলার কর্মকান্ডের জন্য জঙ্গি বলে, এটা মূলত তাদের বিকৃত মস্তিষ্কের জন্য।ভারতকে খুশি করার জন্য।

১৮.নাস্তিকদের অসততা-আরো একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:-০২:

কার্ল মার্কস মার্ক্সিজমের অর্থ্যাৎ কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা।
মার্ক্সিজমের দাবি পৃথিবীতে কোনো বিধাতার হাত নেই।ডারউইন তথা তার মতবাদ এথেইজম বলতেও তাই বুঝায়।এখন পৃথিবীতে কমিউনিজম তথা এথেইজমের নামে যতো গনহত্যা হয়েছে,যতো মানুষ খুন হয়েছে। তার চারভাগের একভাগও ধর্মগুলোর ধর্মযুদ্ধ হয়নি।একা হিটলারই খুন করেছে ৬০ লাখ,স্ট্যালিন খুন করেছে ১মিলিয়ন মানুষ।তাহলে নাস্তিকরা কীভাবে বলে যে মৌলবাদীরা যুদ্ধ ছড়ায়?এটা মূলত তাদের ভন্ডামি।

১৯.আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করব?:

প্রথমত কারো মধ্যে নাস্তিক হওয়ার উপাদান থাকলে তবেই তাকে নাস্তিক বলবো।তাদেরকে বোঝাবো। কিছু কট্টর নাস্তিক আছে যারা উল্টো গালিগালাজ করে।তাদের সাথে কোনো টকশো,তর্কে ঝড়াবোই না।কারণ যাদের ভাষাই উগ্র,তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও মানায় না।দ্বিতীয়ত তাদেরকে বয়কট করবো।

২০.আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা:

আমরা আল্লাহকে এক এবং অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে মুসলিম হয়েছি।আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রেখেছি।আল্লাহ কোরআনে আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের সাথে কীরূপ আচরণ করেছে তা বলেছেন।অপরপক্ষে আল্লাহর সাথে যারা শিরক করে না,আল্লাহকে ভালোবাসে ও তার রাসূলকে ভালোবাসে তাদের জন্য পরকালে রেখেছেন জান্নাত।আমাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা বেশি বেশি মনে গেঁথে রাখতে হবে।যেন এসব নাস্তিকরা সহজেই আমাদের ইমানকে ভেঙে দিতে না পারে।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে নাস্তিকরা শয়তাদের দোসর হিসেবে এই দুনিয়াতে কাজ চালাচ্ছে, আমাদের ইমানকে ধ্বংস করার জন্য।তাই আমাদের বেশি বেশি ইসলাম সম্পর্কে জানা লাগবে।সত্যতা খুঁজে বের করা লাগবে। সেই সাথে স্কুল,কলেজ,সমাজে এসব ইসলাম বিদ্বেষী প্রচারনা রুখে দেওয়া লাগবে।